evsjv‡`‡k gvV chv‡q †ivwg‡UÝ e¨e¯vcbv

m¤úv`bv

Zvmbxg wmwÏKx

†iwdDwR GÛ gvB‡MUwi g f‡g›Um wimvP BDwbU

2009

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে
রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা

cKvkK
রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)
সাত্তার ভবন (৫ম তলা), ৩/৩ ই বিজয়নগর,
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

ফোনঃ ৮৮০-২-৯৩৬০৩৩৮
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৬২৪৪১
ই-মেইলঃ info@rmmru.org
ওয়েবসাইটঃ <www.rmmru.org><www.samren.org>

¯Z
সর্বসত্ব রামরু কর্তৃক সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোন অংশের অনুলিপি, পুনঃব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ অথবা সম্প্রচারযোগ্য মাধ্যম, যেমন- ইলেক্ট্রনিক, যান্ত্রিক, প্রতিলিপিকরণ অথবা লিপিবদ্ধকরণ প্রকাশকের পূর্ব লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে সংরক্ষিত।

m¤úv`bv mnKvix
মাক্ফি ফারাহ্

g`Y
মাদার প্রিন্টার্স
৮, ১০ নীলক্ষেত, বাবুপারা,
ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ

ISBN

mwPcÎ

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায় — অভিবাসন ও রেমিটেন্স
Zvmwbg wmwÏKx

দ্বিতীয় অধ্যায় — জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের অবদান
Zvmwbg wmwÏKx

তৃতীয় অধ্যায় — অভিবাসীদের গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদান
Avãj gvbvb

চতুর্থ অধ্যায় — রেমিটেন্স প্রেরণের সমস্যাসমূহ ও তাদের সমাধান
gvV chv‡qi e¨vsKvi, GbwRI Kgx I AwfevmxMY

পঞ্চম অধ্যায় — রেমিটেন্স রেগুলেটরি ইন্সস্ট্রুমেন্ট ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
bRi"j Bmjvg I bwmi †nv‡mb

ষষ্ঠ অধ্যায় — ব্যাংকিং সেবায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
GÛ wU ûK, f‡jwi g¨vKwb‡fb, kvnwiqvi †gvnv¤§` Rwgj I wm Avi Aveivi

সপ্তম অধ্যায় — রেমিটেন্স বিনিয়োগের ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ
G †K Gg †gvkvii d †nv‡mb

অষ্টম অধ্যায় — অভিবাসী ও তাদের পরিবারকে বিনিয়োগে উৎসাহীকরণে ব্যাংকারদের ভূমিকা
gvV chv‡qi e¨vsKvi, GbwRI Kgx I AwfevmxMY

gLeÜ

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও এ্যাডভোকেসি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করে আসছে। রামরু শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে প্রথম সাংগঠনিকভাবে অভিবাসন নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করে। রামরু'র কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ হতে নিরাপদ শ্রমঅভিবাসন নিশ্চিত করা।

নিরাপদ অভিবাসনের সাথে বিদেশ থেকে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। একজন অভিবাসী বহু কষ্টে অর্থ যোগাড় করে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি তার প্রিয়জনদের ছেড়ে থাকার কষ্ট সহ্য করে বিদেশে নানান প্রতিকূলতার ভিতর জীবন কাটান, শুধুমাত্র তার ও তার পরিবারের ভবিষ্যৎ স্বচ্ছল ও সুনিশ্চিত করার জন্য। আর অভিবাসীর প্রেরিত রেমিটেন্স তার আপনজনদের কাছে বৈধ পথে নিরাপদে পৌঁছে দেবার প্রধান কাজটি করে ব্যাংক। সঠিক পদ্ধতিতে দ্রুত ও নিরাপদে অভিবাসী পরিবারের কাছে রেমিটেন্স পৌঁছানো বর্তমানে ব্যাংকারদের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। একই সাথে অভিবাসী পরিবারের ভবিষ্যৎ আয় তৈরির পথ হিসাবে রেমিটেন্সের ভুমিকা বোঝাও তাদের অত্যন্ত জরুরী। কারণ রেমিটেন্সের সঠিক ও আয়বৃদ্ধিমূলক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে অভিবাসী পরিবার এবং দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি। অথচ এই রেমিটেন্স প্রেরণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই অভিবাসীরা অভিবাসনের কাঙ্খিত সুফল পান না।

রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনার উপর মাঠ পর্যায়ের ব্যাংকারদের নিয়ে রামরু বেশ কিছু ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এতে করে মাঠ পর্যায়ের ব্যাংকারদের ভেতরে অভিবাসীদের গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদানের আগ্রহ অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। সারা দেশে রয়েছে ৫০ এর উর্দ্ধে ব্যাংক। এদের রয়েছে শত সহস্র কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তারাও যাতে রেমিটেন্স বিষয়ে অভিবসীদের সেবা দানে উৎসাহিত বোধ করেন, এই লক্ষ্যে রামরু কর্মশালায় যেসব বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলো সন্নিবেশিত করে এই বইটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা বইটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ের ব্যাংকারদের সহজভাবে অভিবাসন সম্পর্কে ধারণা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশ হতে আর্ন্তাতিক শ্রম অভিবাসনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোকপাত করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের অবদানের উপর। অভিবাসী ও তাদের পরিবারকে গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদান যে মাঠপর্যায়ের ব্যাংকারদের মূল ব্যাংকিং কর্মকান্ডের অংশ তা তুলে ধরা হযেছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে যেয়ে অভিবাসীরা যে সমস্যায় পড়েন এবং ব্যাংকাররা টাকা পবিারের হাতে তুলে দিতে যেয়ে যে সব সমস্যায়

পড়েন সেইসব সমস্যাকে। এর কিছু সহজ সমাধানও চিহ্নিত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ের ব্যাংকারদের পরিচিত করা হয়েছে রেমিটেন্স নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন আইন-কানুনের সঙ্গে; বিশেষ করে মানিলন্ডারিং আইনের প্রয়োগ করতে যেয়ে ব্যাংকাররা অভিবাসীদের স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়ে কিভাবে চোখ রাখবেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রেমিটেন্স স্থানান্তরে যে সব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর সাথে যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে রেমিটেন্সের বিনিয়োগের বিভিন্ন উপায়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে মাঠ পর্যায়ের ব্যাংকাররা কিভাবে অভিবাসী ও তার পরিবারকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারেন তার কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে কর্মশালায় আমি সহ যারা লেকচার দিয়েছেন তারা হলেন মি. এন্ড্রু টি হুক, মিজ ভেলোরি ম্যাকনিভেন, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জনাব এ কে এম মোশাররফ হোসেন, জনাব শাহরিয়ার মোহাম্মদ জামিল, জনাব মোহাম্মদ নাসির হোসেন ও ড. সি আর আবরার। তাদের বক্তব্য হতে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএমইটি-র বিভিন্ন ডকুমেন্ট হতে তথ্য সংগ্রহ করে বইটি তৈরি করা হয়েছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রামরু'র সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ, ফেরত আসা অভিবাসী, অভিবাসী পরিবার ও অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির কর্মী যারা বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এই সহায়িকাটি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন আমি তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কর্মশালাগুলো রামরুর পক্ষ হতে আয়োজন করেছেন জনাব নাদিম সিদ্দিকী। আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাই। এই বইটি সম্পাদনায় আমাকে সহযোগীতা করে মাক্‌ফি ফারাহ্‌। আমি জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ । আমি আশা করছি এই বইটি ব্যাংকারদেরকে গ্রাহকবান্ধব সেবা দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। ব্যাংকাররা রেমিটেন্স স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যে ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্যও এই বইটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে মনে করছি।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী
রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়